তুলা ও কৃত্রিম আঁশ আমদানিতে ২% অগ্রিম আয়কর প্রত্যাহার করল এনবিআর



সংগৃহীত ছবি

পোশাকশিল্পে ব্যবহৃত তুলা ও কৃত্রিম আঁশ আমদানিতে আরোপিত ২ শতাংশ অগ্রিম আয়কর (এআইটি) প্রত্যাহার করেছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। টেক্সটাইল শিল্পখাতের আপত্তির মুখে ১৭ জুলাই জারি করা গেজেটের মাধ্যমে এ সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হয়।

তবে এই করছাড় শুধুমাত্র আমদানি নিবন্ধন সনদ (আইআরসি)ধারী শিল্পকারখানার জন্য প্রযোজ্য; বাণিজ্যিক আমদানিকারকরা এর আওতায় পড়বেন না।

২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেটে তুলা ও কৃত্রিম আঁশসহ ১৫০টির বেশি কাঁচামালের ওপর ২% অগ্রিম কর আরোপ করে এনবিআর, যা থেকে বছরে প্রায় ৯০০ কোটি টাকা রাজস্ব আশা করা হয়েছিল। তবে এতে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধির আশঙ্কায় তীব্র প্রতিক্রিয়া জানায় টেক্সটাইল মিল মালিকরা।

বাংলাদেশ প্রতিবছর গার্মেন্ট রপ্তানি ও অভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটাতে প্রায় ৯৯% তুলা আমদানি করে। বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস অ্যাসোসিয়েশন (বিটিএমএ)-এর তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালে ৮৩ লাখ ২১ হাজার বেল তুলা আমদানি হয়েছে, যার ৪৩% এসেছে আফ্রিকা থেকে এবং বাকি অংশ ভারত, সিআইএস, অস্ট্রেলিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র থেকে।

অগ্রিম আয়কর প্রত্যাহার কৃত্রিম আঁশ ও এর কাঁচামাল (যেমন অ্যাক্রিলিক, সিনথেটিক, নাইলন, পলিয়েস্টার) আমদানির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, যেগুলোর বড় অংশ আসে চীন থেকে।

বিটিএমএ সহ-সভাপতি সালেউদ জামান খান বলেন, “সরকারি হারে ২৭% করের সঙ্গে অতিরিক্ত ২% এআইটি যুক্ত হলে প্রকৃত করহার দাঁড়াত ৬৪%। এটি শিল্পের জন্য ধ্বংসাত্মক হতো।” তিনি জানান, শুধু তুলা আমদানির ওপরেই তার কারখানাকে বছরে ৩২ কোটি টাকা কর দিতে হতো, যা অপ্রাসঙ্গিক।

এদিকে এনবিআর চেয়ারম্যান আবদুর রহমান খান বলেন, “এই কর বছরের শেষে আয়ের সঙ্গে সমন্বয় করা সম্ভব।” এক কর্মকর্তা বলেন, “১০% লাভে ২৭% কর হলে প্রতি ১০০ টাকায় ২.৭০ টাকা দিতে হয়, আমরা আগেই ২ টাকা নিচ্ছি।”

তবে শিল্প মালিকদের দাবি, বর্তমান অর্থনৈতিক বাস্তবতায় ১০% মুনাফা অবাস্তব। রিফান্ড ও সমন্বয়ের জটিলতায় তারা বাড়তি প্রশাসনিক ঝামেলার শিকার হতেন।

বিটিএমএ সভাপতি শওকত আজিজ রাসেল বলেন, “তুলা আমদানিতে কর আরোপ, অথচ সুতা আমদানিতে কর না থাকলে স্থানীয় শিল্প পিছিয়ে যেত। এনবিআরের সিদ্ধান্ত শিল্পের জন্য স্বস্তির।”

এনবিআর সূত্র জানায়, কর প্রত্যাহারের আগে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ)-এর সঙ্গেও আলোচনা হয়েছে।